



43268 - সব ফদিয়া একজন মসিকীনকে দিতে কোন বাধা নাই

প্রশ্ন

রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তি কি একজন মসিকীনকে ত্রিশদিনি খাওয়াবনে; নাকি ত্রিশজন মসিকীনকে একদিনি খাওয়াবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তির রোযা রাখার অক্ষমতা চলমান সে ব্যক্তির উপর প্রতিটি রোযার বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো আবশ্যিক। যহেতে আল্লাহুতাআলা বলছেন: “আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরবর্ত্তে ফদিয়া দয়া তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: “এ আয়াতটি রহিত নয়। বরং এমন ব্যক্তি হচ্ছে- বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও নারী; যারা রোযা রাখতে পারেন না। সেক্ষেত্রে তারা প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়াবনে।” [সহি বুখারী (৪৫০৫)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি দুটো:

এক. খাদ্য প্রস্তুত করে ভাঙতি রোযার দনিসংখ্যক মসিকীনকে দাওয়াত করে খাওয়ানো; যমেনটি আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর করছিলেন।

দুই. রান্না না করে খাদ্যসামগ্রী দিয়ে দয়া।” [আশ্শারহুল মুমতী (৬/৩৩৫) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন: [49944](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আর একজন মসিকীনকে ত্রিশদিনি খাওয়ানোর প্রসঙ্গে অনেকে আলমে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করছেন যে, তা জায়যে। এটি শাফয়ী ও হাম্বলি মাযহাব এবং একদল মালকী আলমেরে অভিমত।

আল-ইনসাফ গ্রন্থে (৩/২৯১) বলছেন:

“একজন মসিকীনকে একবারে খাদ্য দিয়ে দয়াও জায়যে।” [সমাপ্ত]



দখোন: তুহফাতুল মুহতাজ (৩/৪৪৬), কাশ্শাফুল ক্বনি (২/৩১৩)

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (১০/১৯৮) এসছে:

“যদি ডাক্তারগণ বলেন যে, যাই রোগে আপনি ভুগছেন এই রোগ থেকে সুস্থতার আশা নই এবং এর কারণে আপনি রোয়া রাখতে পারবেন না— তাহলে আপনার উপর আবশ্যিক হল প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীনকে অর্ধ সা’ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা; সটে খজের হতে পারে কিংবা অন্য কিছু হতে পারে।”[সমাপ্ত]

এর মাধ্যমে আপনি জানলেন যে, একজন মসিকীনকে ত্রিশদিন খাওয়ানো কিংবা ত্রিশজন মসিকীন একদিন খাওয়ানো উভয়টি জায়যে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।